কালের কণ্ঠ

তারিখ 03 NOV 2017
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

পরীক্ষার্থীদের নৌকাডুবি

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েই পরীক্ষায় বসছে ওরা

নিজ এলাকার কেন্দ্রে পরীক্ষার দাবি

বিশ্বজিৎ পাল বাবু, ব্রাহ্মণবাড়িয়া ▷

ব্রাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগরে নৌকা ডুবে দুই জেএসসি পরীক্ষার্থীর মৃত্যুসহ বিভীষিকাময় ঘটনার পর গতকাল বৃহস্পতিবারও নিরুপায় শিক্ষার্থীরা নৌকায় করেই পরীক্ষা দিতে এসেছে। অনেকে দুর্গম পথ হেঁটে পরীক্ষাকেন্দ্রে পৌঁছে। এমনকি গত বুধবার পরীক্ষা শেষে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত অনেক শিক্ষার্থীকে নৌকাযোগেই বাড়ি ফিরতে হয়েছে। ট্রমাগ্রস্ত শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার হলে বসে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়লেও গতকাল কেন্দ্রে কোনো চিকিৎসক ছিলেন না।

এ অবস্থায় অভিভাবক ও শিক্ষার্থীরা দাবি তুলেছে, নৌকায় করে কিংবা দুর্গম পথ হেঁটে নয়, তারা পরীক্ষা দিতে চায় নিজ এলাকার কাছাকাছি কোনো স্কুলকেন্দ্রে। তবে তাদের জোরালো দাবিতে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা কর্ণপাত করেননি। গতকাল বিকেল পর্যন্ত আগের অবস্থাতেই 'নৌকাভীতি' ও 'দুর্গম পথ' পেরিয়ে একই কেন্দ্রে পরীক্ষা দিতে হয়েছে তাদের।

নৌকাডুবির ঘটনায় গঠিত তদন্ত কমিটি গতকাল থেকে তাদের কার্যক্রম শুরু করেছে। তদন্ত কমিটি অন্তত ২০ থেকে ২২ জনের লিখিত ও মৌখিক সাক্ষ্য নিয়েছে। আগামী রবিবার প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে বলে জানা গেছে। তদন্ত কমিটির প্রধান জানান, আগামী

▶▶ পৃষ্ঠা ১৩ ক. ১

দুর্গম পথ পাড়ি দিয়েই

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

রবিবার তদন্ত প্রতিবেদন জমা দেওয়ার জন্য প্রস্তুতি নেওয়া হচ্ছে। প্রতিবেদনে দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে উল্লেখসহ বিভিন্ন বিষয়ে সুপারিশ থাকবে।

জানা যায়, ঘাটে নৌকা ভেড়ার সময় নির্মাণাধীন একটি সড়ক সেতুর পিলারের পাশে নিচের দিকে থাকা পাইপের সঙ্গে ধাক্কা লেগে নৌকার তলা ফুটো হয়ে যায়। ঘাটের কাছেই একটি মাছের ঘের থাকায় নৌকাটিকে সেতুর খুব কাছাকাছি ঘেঁষে আসতে হয়। একদিকে নৌকার তলা দিয়ে পানি ওঠা শুরু করে, অন্যদিকে ঘেরের কাছে বাঁক নেওয়ার সময় এক পাশে বেশি কাত হয়ে পড়ায় এ দুর্ঘটনা ঘটে।

অবশ্য দুর্ঘটনাস্থলের কাছে থাকা মাছের ঘেরটি গতকাল প্রশাসনের আলটিমেটামের মুখে সংশ্লিষ্ট লোকজন সরিয়ে নিয়েছে; যদিও এর আশপাশে আরো অনেক ঘের রয়েছে, যেগুলো পাগলা নদীর পথকে সরু করে রেখেছে। সেতুর পিলারের পাশের পাইপটি গতকাল বিকেল নাগাদ সেখানেই ছিল।

গতকাল সরেজমিন ঘুরে দেখা যায়, কৃষ্ণনগর থেকে থানাকান্দি পর্যন্ত যেখান থেকে শিক্ষার্থীরা নৌকায় ওঠে, জলপথের সেই জায়গাটুকুতে মাছের ঘেরে ভরা। একটি নৌকার সঙ্গে আরেকটি ক্রস করা খুব দুষ্কর। সড়কপথের অবস্থা খুব বেহাল। থানাকান্দি থেকে কৃষ্ণনগর আসার সরাসরি কোনো সড়ক নেই। থানাকান্দি থেকে কৃষ্ণনগর পশ্চিমপাড়া পর্যন্ত আসতে হয় নদীর পাড় ঘেঁষে। ভাড়া করা মোটরসাইকেলে এ প্রতিবেদক আসার সময় অন্তত চারটি স্থানে নামতে হয়। ধাক্কা দিয়ে মোটরসাইকেল নিতে হয় দুই স্থানে। নদীর পাড়ের বিভিন্ন স্থানে হাঁটাও দায়।

শিক্ষার্থী ও তাদের অভিভাবকরা জানান, এ পথে এসে আর পরীক্ষা দেওয়া নয়। একই মত পোষণ করেছেন শিক্ষকরাও। তাঁদের সবার দাবি নিজ বিদ্যালয় কেন্দ্র কিংবা পাশের লক্ষ্মীপুর উচ্চ বিদ্যালয় কেন্দ্রে পরীক্ষাগুলো নেওয়া হোক। কেননা শিক্ষার্থীরা এখন নৌকায় আসতে ভয় পাচ্ছে। এ ছাড়া সড়কপথে আসাটাও কষ্টকর। বৃষ্টি হলে তো আসাটা অসম্ভব হয়ে পড়বে।

বীরগাঁও উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজের জেএসসি পরীক্ষার্থী শাওন হোসেন জানায়, এমনিতেই তাদের মন ভালো নেই। তার ওপর এত কষ্ট করে এসে পরীক্ষা দেওয়াটা কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

মো. সাচ্চু মিয়া নামের এক অভিভাবক বলেন, 'শিক্ষার্থীদের মনে এখনো আতঙ্ক বিরাজ করছে। অনেকে অসুস্থ। কিন্তু বাধ্য হয়ে কষ্ট করে এসে তারা পরীক্ষা দিচ্ছে। আমরা চাই না শিক্ষার্থীরা এভাবে কষ্ট করে এসে পরীক্ষা দিক। আমাদের দাবি হচ্ছে দ্রুত যেন কাছের কোনো স্কুলে পরীক্ষা নেওয়া হয়।'

তবে জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা গৌতম চন্দ্র মিত্র বলেন, 'এ বছরই নতুন কেন্দ্রে পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব নয়।' প্রাকৃতিক দুর্যোগে কোনো প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি হলে যদি অন্যত্র পরীক্ষা নেওয়া সম্ভব হয়, তাহলে মানবিক বিপর্যয়ে কেন্দ্র বদল সম্ভব নয় কেন—কালের কণ্ঠ'র এমন প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'পরীক্ষাকেন্দ্র করতে হলে কিছু নিয়ম-নীতি রয়েছে। সেসব নিয়ম-নীতি মেনে আগামী বছর থেকে হয়তো ওই এলাকার কোনো স্কুলে পরীক্ষাকেন্দ্র দেওয়া যেতে পারে। এ বিষয়ে আমরা সংশ্লিষ্ট দপ্তরে লিখব।'

ভয় তাড়া করছে শিক্ষার্থীদের : গত বুধবার রাতে ঘুমাতে পারেনি উম্মে খাদিজা মিথিলা। খাটে শুয়ে তার মনে হয়েছে এই বুঝি পানিতে পড়ে যাচ্ছে। মেঝেতে দাঁড়ালে মনে হয়েছে পানি বুঝি তাকে তলিয়ে নেবে। খাদিজার মা আমেনা বেগম জানান, ঘটনার পর থেকে সে অসুস্থ।

কথা বলার সময় কেঁদে ওঠে রিপা ও জান্নাত। রিপা জানায়, নৌকার ভেতরে বসে বই পড়ছিল নাদিরা। নৌকা কাত হওয়ার সময় নাদিরা সবাইকে সতর্ক করে দেয়। জান্নাত জানায়, নাদিরা তাকে জড়িয়ে ধরে বলে, 'মরলে দুজন একসঙ্গেই মরব।' মৃত্যুর কাছ থেকে ফেরার দুঃসহ স্মৃতি ও দুই সহপাঠীর মৃত্যুতে পরীক্ষায়ও তাদের মন বসছে না বলে জানায় তারা।

পরীক্ষা দিল আরো সাতজন : নৌ দুর্ঘটনার শিকার হয়ে কয়েক শিক্ষার্থী গত বুধবারের পরীক্ষায় অংশ নেয়নি। ওই শিক্ষার্থীদের মধ্যে সাতজন গতকাল বাংলা দ্বিতীয় পত্রের পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে। কুমিল্লা বোর্ড সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, যারা প্রথম দিন পরীক্ষা দিতে পারেনি, তাদের বিষয়ে বিশেষ বিবেচনা করা হবে।

তবু নেই চিকিৎসক : নৌ দুর্ঘটনার পর ভেজা কাপড়েই শিক্ষার্থীরা বুধবারের পরীক্ষায় অংশ নেয়। দুর্ঘটনার কারণে শারীরিক ও মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে তারা। গতকালের পরীক্ষা চলাকালেও তানজিনা নামের এক শিক্ষার্থী অসুস্থ হয়ে পড়ে। পরীক্ষা শেষে অসুস্থ হয়ে পড়ে পাপিয়া নামের এক শিক্ষার্থী। তানজিনাকে সবাই মিলে প্রাথমিক চিকিৎসা দিয়ে সারিয়ে তোলে। একজন স্বাস্থ্য সহকারীকে দিয়ে পাপিয়াকে পাঠানো হয় ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলা সদর হাসপাতালে। তবে কেন্দ্রটিতে গতকাল কোনো চিকিৎসক ছিল না।

নাদিরা, সোনিয়ার বাড়িতে নিস্তব্ধতা : নৌ দুর্ঘটনায় মারা যাওয়া জেএসসি পরীক্ষার্থী নাদিরার বাড়ি নবীনগরের আমতলী গ্রামে। গতকাল দুপুরে গিয়ে দেখা যায়, নাদিরার জন্য দোয়া করছেন কারি নাজিম উদ্দিন। এ সময় এক শোকাবহ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। নাদিরার বাবা জানান, তিনি শ্রমিকের কাজ করেন। স্কুলে ২৭ রোল নম্বর নাদিরার পড়াশোনার প্রতি আগ্রহ দেখে অনেক কষ্ট করে তিনি পড়ালেখা করাচ্ছেন। নাদিরার মা তখন ফ্যালফ্যাল করে তাকিয়ে ছিলেন। তাঁর চোখ গড়িয়ে ঝরছিল পানি।

এদিকে নজর দৌলত গ্রামের সোনিয়াদের বাড়িতেও চলছে শোকের মাতম। সোনিয়ার বাবা ইকবাল মিয়া ও মা আসমা বেগম সন্তানের জন্য বিলাপ করছেন। পরিবারটিকে সান্ত্বনা দিতে ছুটে আসছে আশপাশের অনেক মানুষ।